তারিখ ... 28 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ...6... কলাম ...

সমকাল

বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক বিপর্যয়

সমকালীন প্রসঙ্গ | বদরুদ্দীন উমর

সভাপতি, জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল

বাংলাদেশে এখন সব ধরনের অপরাধ এত ব্যাপকভাবে সংঘটিত হচ্ছে যা উদ্বেগজনক বললেও ঠিক বলা হয় না। এ এক অতি আতঙ্কজনক ব্যাপার। কিছু পরিচিত লোকজন ও গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে হত্যাকাণ্ড নিয়ে কিছু কিছু আন্দোলন ও সংবাদপত্রে রিপোর্ট এবং আলোচনা হলেও এর বাইরে হত্যাকাণ্ড অসংখ্য। খোদ পুলিশ সদর দপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১৫ সালে হত্যাকাণ্ডের শিকার হন ৪ হাজার ৩৫ জন। ২০১৪ সালে খুন হয় ৪ হাজার ৫৯৪ জন। চলতি বছর অর্থাৎ ২০১৬ সালের গত ৩ মাসে সারাদেশে হত্যাকাণ্ড ঘটেছে ৮৬৫টি। এর মধ্যে গত জানুয়ারি মাসে ২৬৭ জন, ফেব্রুয়ারি মাসে ২৯১ জন ও মার্চ মাসে ৩০৭ জন খুন হয়েছেন। চলতি মাসে গত ২৫ দিনে খুনের ঘটনা ৩০০ ছাড়িয়ে গেছে!

লুটতরাজ, ভূমি দখল, চুরি, দুর্নীতি, ব্যাংক ডাকাতি, ছিনতাই, গুম ইত্যাদির ঘটনা খুব ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেলেও হত্যাকাণ্ডের ব্যাপকতা যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, এটা হলো সব থেকে আতঙ্কের ব্যাপার। যদিও এসব হত্যাকাণ্ড দেশে অপরাধ বৃদ্ধি যেভাবে ঘটছে তার থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো ব্যাপার নয়। 'জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক'দের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন, এসবই হলো পাকিস্তানি বা পাকিস্তানপন্থিদের কাজ। পাকিস্তান এ দেশে ২৪ বছর তাদের শাসন চালানোর পর ১৯৭১ সালে তাদেরকে মেরে এখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারা আত্মসমর্পণ করে লেজ গুটিয়ে পালিয়েছিল। তার ৪৫ বছর পর এখন তারা যদি এ দেশের মাটি থেকে উৎখাত হওয়ার পর হাজার মাইল দূর থেকে এভাবে বাংলাদেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে, ধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয় (যা তারা দেশের মাটিতে অবস্থান করার সময় করতে পারেনি), তাহলে স্বাধীন বাংলাদেশের শাসক শ্রেণী ও তাদের সামাজিক ভিত্তিস্বরূপ বুদ্ধিজীবী থেকে নিয়ে অন্যদের উচিত পাকিস্তানিদের যোগ্যতা ও রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তার জন্য তাদেরকে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করা। মাথানত করে তাদেরকে কুর্নিশ করা! স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজে স্বীকার করেছেন যে, যারা এসব হত্যাকাণ্ড ঘটাচ্ছে তারা বিদেশি নয়, এ দেশের 'হোমগ্রোন' জঙ্গি। এই 'হোমগ্রোন' জঙ্গিদের পাকিস্তান সৃষ্টি করেছে এটা কে বিশ্বাস করবে? আসলে দেখা দরকার, এই 'হোমগ্রোন' জঙ্গিরা স্বাধীন বাংলাদেশে শাসক শ্রেণীর শাসনামলে কীভাবে তৈরি হলো? কিন্তু এ নিয়ে এ দেশের 'জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক' এবং ধর্মবিযুক্ত (secular) লোকদের কোনো চিন্তাভাবনা নেই। কোনো ইতিহাসবিদদের কোনো গবেষণা নেই! না থাকার কথা। কারণ বর্তমান বাংলাদেশে ইতিহাস বিষয়ে গবেষণা করছেন ইতিহাসবিদরা নন। এটা করছে বাংলাদেশের 'আইন কমিশন'! তাদের 'গবেষণালব্ধ' বিবরণই এখন হচ্ছে বাংলাদেশে ইতিহাস বিষয়ে sellted fect. তার বিরোধিতা শাস্তিযোগ্য করার জন্য শিগগিরই আইন প্রণয়নের কথা সরকারি মহল থেকে বলা হয়েছে।

এ ক্ষেত্রে সব থেকে বিপজ্জনক ব্যাপার, কোনো ধরনের তদন্ত ছাড়াই খুনিকে খালাস করার দাবি করা হচ্ছে। ২৪ এপ্রিল ঢাকার কলাবাগানের একটি বাড়িতে জুলহাজ মান্নান ও তনয় নামে দু'জনকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের একটি সভায় ওই দিনই বলেছেন যে, এই হত্যাকাণ্ড করেছে জামায়াতে ইসলামী এবং বিএনপি চক্র! এই বক্তব্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। কাজেই এটা আড়াল করা বা গোপন করার কিছু নেই। এ ধরনের কথাবার্তা শুধু প্রধানমন্ত্রীই নন, আওয়ামী লীগ থেকে ব্যাপকভাবে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে। কোনো হত্যাকাণ্ডের কোনো সুষ্ঠু তদন্ত ও সুরাহা না হওয়া সত্ত্বেও এভাবে তদন্তের আগেই খুনি চিহ্নিত করার ব্যাপার যেখানে ঘটে, সেখানে প্রকৃত তদন্ত, বিচার এবং অপরাধীর শাস্তির অবস্থা কী দাঁড়ায় এটা বোঝার কোনো অসুবিধা নেই। দেশের সকলেই এটা জানেন। দেশে ব্যাপকভাবে সব ধরনের অপরাধ, বিশেষ করে হত্যাকাণ্ড ঘটে চলেছে; কিন্তু এ বিষয়ে সরকারের মন্ত্রী এবং সরকারদলীয় নেতারা যে কতখানি নিরুদ্বেগ ও নিষ্ক্রিয় এবং আত্মপ্রসাদে নিমগ্ন, এটা খুব স্পষ্টভাবে বোঝা যায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নানা বক্তব্যে। তিনি ২৪ এপ্রিল খোদ জাতীয় সংসদে বলেন, 'চাপাতি দিয়ে খুন করে দেশকে অস্থিতিশীল করার জন্য একটি বিশেষ ষড়যন্ত্র চলছে, যা আমরা সবসময় বলে এসেছি। আমাদের প্রশাসন এবং গোয়েন্দারা এ ক্ষেত্রে কাজ করছে এবং তারা সময়মতোই তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে। পাশাপাশি ধরেও ফেলছে।

তারা নিয়ন্ত্রণ রাখছে এবং ধরেও ফেলছে? কীভাবে তারা নিয়ন্ত্রণ রাখছে যেখানে প্রত্যেক বছর হাজার হাজার নিরীহ মানুষ খুন হচ্ছে! যেখানে চলতি এপ্রিল মাসেই ৩০০ খুনের ঘটনা ঘটেছে? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ প্রসঙ্গে দাবি করেন, 'প্রায় সব হত্যাকাণ্ডের খুনিদের চিহ্নিত করেছি এবং ধরেছি। বিচারের মুখোমুখি করেছি।' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এসব বক্তব্যের প্রতিবাদ জাতীয় সংসদে কেউ করেননি! শুধু এই নয়, ২৫ তারিখে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজের কার্যালয়ে সাম্প্রতিক হত্যাকাণ্ডগুলো সম্পর্কে বলেন, 'আমি মনে করি না, সারাদেশে এ ধরনের হত্যাকাণ্ড চলছে। এটি বিচ্ছিন্নভাবে দু'একটি ঘটছে এবং আমাদের দেশে যারা আগে থেকে জঙ্গি তৎপরতায় সম্পৃক্ত ছিল, তাদেরই একটা ভগ্নাংশ কিংবা তারা প্রয়াস পাচ্ছে।' তিনি আরও বলেন, 'পরিস্থিতির অবনতি হওয়ার কোনো কারণ নেই। সবকিছু দমন করা হচ্ছে। কেউ বাদ যাচ্ছে না। সবাইকে শনাক্ত করা হয়েছে। সেজন্য আমি মনে করি, আমাদের দেশ, আমরা অনেক নিরাপদ আছি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ ধরনের কথাবার্তা বললেও তাদের পুলিশ সদর দপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশে ২০১৪, ২০১৫ ও ২০১৬ সালে হাজার হাজার লোকের হত্যার কথা বলা হয়েছে! পুলিশের তরফ থেকে এই তথ্য প্রকাশ করার পরও যদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এসব কথা বলেন, তাহলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সম্পর্কে কী বলা যায়? এটা অবশ্যই বলা যায় যে, তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকা অবস্থায় দেশে কোনো হত্যাকারীরই ধরা পড়া, তার বিচার ও শাস্তি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই এবং এটাই প্রকৃতপক্ষে হচ্ছে। হাজার হাজার খুনের ঘটনাকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যখন বলেন 'বিচ্ছিন্ন' দুই-একটি ঘটনা এবং দাবি করেন যে, দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রিত আছে, দেশে 'দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন' হচ্ছে, তখন তাদের থেকে দেশ ও জনগণ কী প্রত্যাশা করতে পারেন? দেশ যে এখন এক অনিয়ন্ত্রিত নৈরাজ্যের কবলে পতিত হয়েছে এর থেকে তার বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে?

এর থেকে বক্তব্য এই দাঁড়ায় যে, একজন ইসলাম ধর্মের বাইরে থাকা লোক অথবা নাস্তিককে হত্যা করা যেতে পারে; কিন্তু একজন ধার্মিক লোককে হত্যার কোনো যুক্তি নেই, তা অন্যায়। কিন্তু কেন? একজন যদি নিজে ধার্মিক না হন, যদি সঙ্গীত চর্চা করেন, উদার মতবাদে বিশ্বাসী হন, তাহলে কি তার মতো একজন নিরীহ, নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যার এখতিয়ার কারও আছে?

এসব নিয়ে আলোচনা বড় করার প্রয়োজন নেই। কারণ দেশের জনগণ এসবের সঙ্গে এখন ভালোভাবেই পরিচিত। কিন্তু অন্য যে বিষয়টি এখানে আরও অনেক মারাত্মক ও বিপজ্জনক তা হচ্ছে বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক চিন্তা-ভাবনার নিদারুণ অবনতি। ২৩ এপ্রিল রাজশাহীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক রেজাউল করিম সিদ্দিকীকে হত্যা করা হয়েছে। এ নিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ জন অধ্যাপককে হত্যা করা হলো। কোনো হত্যাকাণ্ডেরই সুষ্ঠু তদন্ত, বিচার এবং অপরাধীর শাস্তি হয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও সরকারি মহলের বড় বড় কথার শেষ নেই। অনেকে মনে করছেন, এই হত্যাকাণ্ড কোনো ইসলামী জঙ্গি সংগঠন থেকে করা হয়েছে। আইএস এর দায় স্বীকার করেছে! কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, এটা আইএসের কাজ নয়। এটা হলো 'হোমগ্রোন' জঙ্গিদের কাজ। কিন্তু যারাই এ কাজ করুক অধ্যাপক করিমকে হত্যা করা হয়েছে তিনি ইসলাম ধর্মবিরোধী বলে। এই বিশ্বাস তার পরিবারের সদস্যদেরও। এটা আসল ব্যাপার নয়। এ ক্ষেত্রে যা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা দরকার যে, তার পরিবারের পক্ষে প্রথম থেকেই বলা হচ্ছে, অধ্যাপক করিম ইসলাম ধর্মবিরোধী নন। তিনি পরহেজগার মুসলমান না হলেও ধার্মিক। তিনি নামাজ পড়তেন, গ্রামের মসজিদের সংস্কারের জন্য তিনি বড় অঙ্কের টাকা দিয়েছেন। মাদ্রাসার জন্য টাকা দিয়েছেন ইত্যাদি। এসবের অর্থ হলো, তিনি ইসলাম ধর্মের অনুসারী হলেও তাকে অন্যায়ভাবে ইসলাম ধর্মবিরোধী বলে হত্যা করা হয়েছে। এর থেকে বক্তব্য এই দাঁড়ায় যে, একজন ইসলাম ধর্মের বাইরে থাকা লোক অথবা নাস্তিককে হত্যা করা যেতে পারে; কিন্তু একজন ধার্মিক লোককে হত্যার কোনো যুক্তি নেই, তা অন্যায়। কিন্তু কেন? একজন যদি নিজে ধার্মিক না হন, যদি সঙ্গীত চর্চা করেন, উদার মতবাদে বিশ্বাসী হন, তাহলে কি তার মতো একজন নিরীহ, নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যার এখতিয়ার কারও আছে? ইসলাম ধর্মবিরোধী অথবা নাস্তিক হওয়া কি কোনো সামাজিক অপরাধ? তাহলে কেন ধর্ম-বহির্ভূত একজন নাগকিককে হত্যা করা যাবে? কেনই-বা একজনের হত্যাকে অযৌক্তিক এবং অন্যায় প্রমাণ করার জন্য বলার দরকার হবে যে, যাকে হত্যা করা হয়েছে তিনি বিধর্মী নন। তিনি ইসলাম ধর্মের অনুসারী? বাংলাদেশে এখন মন্দিরের হিন্দু পূজারি থেকে মসজিদের মুসলমান মুয়াজ্জিনকে পর্যন্ত নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে। এর সঙ্গে ধর্মের কী সম্পর্ক? কিন্তু বাংলাদেশে ধর্মের নামে ব্যাপকভাবে খুন-খারাবি চলতে থাকার কারণে এখানে একটা ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে, ইসলাম ধর্মের বিরোধিতা করলে, ইসলাম ধর্মের বাইরে থাকলে অথবা সরাসরি নাস্তিক হলে একজন হত্যাকাণ্ডের লক্ষ্যবস্তু বা টার্গেট হতে পারেন এবং সে হত্যাকাণ্ড নিয়ে হৈচৈ করার কিছু নেই। এটা যদি সাংস্কৃতিক চিন্তার বিষয় না হতো, তাহলে অধ্যাপক করিমের পরিবারের সদস্যদের পক্ষে তাকে ধর্মের অনুসারী হিসেবে আখ্যায়িত করার জন্য তার ধর্মের প্রমাণ হাজির করা এবং তিনি নাস্তিক ছিলেন না এটা প্রমাণের চেষ্টা করার প্রয়োজন হতো না। যে সাংস্কৃতিক চিন্তার কারণে এটা সম্ভব হয়েছে, সেটা আজ দেশের অনেক গভীরে ব্যাপকভাবে দেখা যাচ্ছে এবং তা ধর্মের নামে হত্যাকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে? যে ধর্মবিযুক্ত (secular) সমাজের জন্য ১৯৪৭ সাল থেকে এ দেশের জনগণ সংগ্রাম করেছে, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ করেছে, সে দেশ এখন এই অবস্থাপ্রাপ্ত যেভাবে হয়েছে তার থেকে বড় সাংস্কৃতিক বিপর্যয় আর কী হতে পারে? এই বিপর্যয় কি পাকিস্তানের সৃষ্টি না 'হোমগ্রোন' ব্যাপার? এর জন্য দায়ী কে?

২৬.৪.২০১৬